হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং **তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা**, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। [ সুরা বাকারা ২:৪০ ]

আর তোমরা সে গ্রন্থের(কিতাব) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না **আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না**। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। [ সুরা বাকারা ২:৪১ ]

তোমরা **সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না** এবং জানা সত্ত্বে **সত্যকে তোমরা গোপন করো না**। [ সুরা বাকারা ২:৪২ ]

আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং **নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়**। [ সুরা বাকারা ২:৪৩ ]

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভূলে যাও, অথচ **তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না**? [ সুরা বাকারা ২:৪৪ ]

**ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে**। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। [ সুরা বাকারা ২:৪৫ ]

যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। [ সুরা বাকারা ২:৪৬ ]

হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, **আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর**। [ সুরা বাকারা ২:৪৭ ]

আর সে দিনের(কিয়ামত)ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং **তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না**; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না। [ সুরা বাকারা ২:৪৮ ]

আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুতঃ তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। [ সুরা বাকারা ২:৪৯ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে। [ সুরা বাকারা ২:৫০ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

আর যখন আমি মূসার সাথে ওয়াদা করেছি চল্লিশ রাত্রির অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে যালেম। [ সুরা বাকারা ২:৫১ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা **কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে** নাও। [ সুরা বাকারা ২:৫২ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং **সত্য-মিথ্যা র পার্থক্য বিধানকারী** নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমরা **সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার**। [ সুরা বাকারা ২:৫৩ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই এখন **তওবা কর স্বীয় স্রষ্টার প্রতি এবং নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও।** এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট। তারপর তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান। [ সুরা বাকারা ২:৫৪ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা **তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব**। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। *অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে*। [ সুরা বাকারা ২:৫৫ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

তারপর, মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা **কৃতজ্ঞতা স্বীকার** করে নাও। [ সুরা বাকারা ২:৫৬ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

আর আমি তোমাদের উপর **ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা** এবং তোমাদের জন্য **খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও সালওয়া**'। সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষন কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করেছে। [ সুরা বাকারা ২:৫৭ ]

আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক-`আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'-তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। [ সুরা বাকারা ২:৫৮ ]

অতঃপর **যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে, যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে**। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব, আসমান থেকে, নির্দেশ লংঘন করার কারণে। [ সুরা বাকারা ২:৫৯ ]

আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। **আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগা মা করে বেড়িও না।** [ সুরা বাকারা ২:৬০ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা **একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্ যে কখনও ধৈর্য্যধারণ করব না**। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন **বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি**। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা **আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল**। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি বিধান মানতো না এবং নবীগনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী। [ সুরা বাকারা ২:৬১ ]

নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা **ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে**। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। [ সুরা বাকারা ২:৬২ ]

আর আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে **অঙ্গীকার** নিয়েছিলাম এবং **তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে** ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাদিগকে যে কিতাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় কর। [ সুরা বাকারা ২:৬৩ ]

তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধবংস হয়ে যেতে। [ সুরা বাকারা ২:৬৪ ] অনুগ্রহ\*\*\*\*\*

তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘণ করেছিল। আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। [ সুরা বাকারা ২:৬৫ ]

অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য **দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহভীরুদের** জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। [ সুরা বাকারা ২:৬৬ ]

যখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মূসা (আঃ) বললেন, **মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া** থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [ সুরা বাকারা ২:৬৭ ]

তারা বলল, **তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর**, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়-বার্ধক্ য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। [ সুরা বাকারা ২:৬৮ ]

তারা বলল, **তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে**, তার রঙ কিরূপ হবে? মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী-যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। [ সুরা বাকারা ২:৬৯ ]

তারা বলল, **আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন**-তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। **ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব**। মূসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়-হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। [ সুরা বাকারা ২:৭০ ]

তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না। [ সুরা বাকারা ২:৭১ ]

যখন **তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়**। [ সুরা বাকারা ২:৭২ ]

অতঃপর আমি বললামঃ **গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর**। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর। [ সুরা বাকারা ২:৭৩ ]

অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসেপড়তে থাকে! আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। [ সুরা বাকারা ২:৭৪ ]